# কারিগরী বার্তা

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৪২৬

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, প.ব. সরকার

## কারিগরী বার্তা

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

প্রধান উপদেষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষক - **শ্রী পূর্ণেন্দু বসু**
সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সভাপতি - **শ্রীমতী রোশনি সেন, আই.এ.এস.**
প্রধান সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

উপদেষ্টা - **শ্রী বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, *আই.এ.এস.***
অতিরিক্ত সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

**শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী, চেয়ার পার্সন**
প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

**শ্রীমতী মধুমিতা রায়, আই.এ.এস. (রিটায়ার্ড)**
মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক, প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

নোড্যাল আধিকারিক - **শ্রী সুপর্ণ কুমার রায়চৌধুরী, ডাব্ল্যু.বি.সি.এস. (এক্সিকিউটিভ)**
যুগ্ম সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ

প্রধান সম্পাদক - **শ্রী বিপ্লব কুমার রায়, অতিরিক্ত অধিকর্তা**

সম্পাদক - **শ্রী সুরজিত মণ্ডল, যুগ্ম অধিকর্তা**
**শ্রী শঙ্খ মিশ্র, সহ অধিকর্তা**
**শ্রী পার্থ দাস, বিশেষ-কর্তব্য আধিকারিক**

## শারদ শুভেচ্ছা

শারদীয়া উৎসব শেষ হয়েছে। পূজা-পার্বন-আনন্দ উৎসবে বাংলা ও বাঙালির গৌরবের কথা বিশ্ব জানে। কাশফুল, ঢাক-ঢোল-কাঁসর, আবাহন-বিসর্জন সবকিছুই ছিল জমজমাট। তবুও আবহাওয়ার পরিবর্তনে প্রকৃতির সাজসজ্জা এবং শ্বেত-শুভ্র পুঞ্জমেঘের অভাব নিশ্চয়ই আমরা অনুভব করেছি। তাতে আনন্দ কিছু কমেনি, বরং বেড়েছে। অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দারিদ্র উপেক্ষা করে আমরা শারোদৎসবে মেতে উঠেছি। বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। এবারের শারদীয়া প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের বেশি বেশি করে ভাবাচ্ছে। চেতনায় ঘা দিচ্ছে। ভাববো, আরও ভাববো আমরা। আরও ভাবার বিষয় আছে। যেমন- পূজোয় বিক্রিবাটা কম। দেশের আর্থিক সংকট জানান দিচ্ছে। ভাবাচ্ছে আমাদের। ভাবছি আমরা। হিংসা-দ্বেষ-বিভেদ বাড়ছে। ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিবিধের মাঝে মিলনের মন্ত্র। তবুও আমরা আশাবাদী। বিভেদ-বিদ্বেষ দূর হোক। বন্ধুত্বের জয় হোক। আসুন, আত্মীয়তা বোধে আবদ্ধ হই আমরা।

‘কারিগরীবার্তা’র সমস্ত পাঠক-পাঠিকাকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই। ভালো থাকুন। ভালো কাজ করুন। ভালোবেসে কাজ করুন। আসুন, সকলে লক্ষ্যসাধনে ব্রতী হই।

শুভেচ্ছান্তে -

**শ্রী পূর্ণেন্দু বসু**
*সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী,*
*কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর,*
*পশ্চিমবঙ্গ সরকার।*

## আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পলিটেকনিকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

পঃ বঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন-এর উদ্যোগে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু-র অনুপ্রেরণায় গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বুধবার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পলিটেকনিক-এ এক মহতী স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের অয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্ধোধন করেন মাননীয় শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পঃ বঃ সরকার। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় তপন গড়াই, আহ্বায়ক পঃ বঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, সরোজ ভৌমিক, বিশিষ্ট সমাজ সেবী, ৯২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা, শ্রীমতী ডঃ তাপসী বিশ্বাস (রায়) অধ্যক্ষা এ.পি.সি. রায় পলিটেকনিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন শ্রী সুজয় কুমার চ্যাটার্জী, সম্পাদক, স্টেট গভঃ পলিটেকনিক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, এ.পি.সি. রায় পলিটেকনিক, যাদবপুর। এই মহতী শিবিরে প্রায় ৬০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাডব্যাঙ্ক রক্ত সংগ্রহ করে।

## কয়েকজন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের গল্প

### আমি শ্রী দেবাশীষ আদক

২০১২ সালে আই.টি.আই হাওড়া হোমস, রামরাজাতলা থেকে 'ইলেকট্রিশিয়ান' ট্রেড নিয়ে পাশ করি। এরপর ২০১৩ সালে VOLVO থেকে অ্যাপ্রেন্টিশিপ সম্পন্ন করার পর ২০১৪ সালে আমি WBPOCL-এর BKTPP unit-এ একজন টেকনিশিয়ান হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করি। এরপর আমি ২০১৪ সালেই December মাসে WBSEDCL-এ একজন Line Man হিসাবে Join করি। বর্তমানে আমি WBSEDCL-এর একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা।

### আমি সোমা সরকার কুন্ডু

'ইলেকট্রনিক্স মেকানিক' ট্রেড নিয়ে কল্যাণী আই.আই.টি. থেকে ২০০৩ সালে পাস করেছি। এখন আমি ভারত সরকার-এর অন্তর্গত সি.এস.আই.আর.-এর সেন্ট্রাল গ্লাস এবং সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ টেকনিশিয়ান-এর পদে চাকুরী রত। আমার বর্তমান বেতন মাসে ৩৪,৭০০ টাকা।

### আমি শ্রী পলাশ সরকার

২০০৭ সালে গড়িয়াহাট আই.টি.আই. থেকে 'ইলেকট্রনিক্স মেকানিক' ট্রেড নিয়ে পাশ করি। এরপর ২০১১ সালে কলকাতার একটি প্রইভেট কম্পানিতে কাজ শুরু করি। ২০১৪ সালে বার্ণপুর ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টে চাকরী পেলাম। তারপর ২০১৬ সালে মেটাল এন্ড স্টিল ফ্যাক্টরি ইছাপুর-এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ী হিসাবে কাজে যোগ দিই। আমার বর্তমান বেতন মাসে ১,৩০,০০০ টাকা।

# রাজ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার চালচিত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ উদ্যোগে ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর অন্তর্গত বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৭০০টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাফল্যের সাথে চলছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত সম্প্রতি আয়োজিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

(১) ১৩.১১.২০১৯ তারিখ থেকে ১৪.১১.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সেন্টাম ওয়ার্কস্কিল ইন্ডিয়া লিঃ এবং মাইক্রোসফ্ট ইন্ডিয়া-এর যৌথ উদ্যোগে কারিগরী ভবনের প্রেক্ষাগৃহে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর একটি কর্মশালায় আই.টি. ও আই.টি.ই.এস. সেক্টরের ৩২ জন বৃত্তিমূলক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

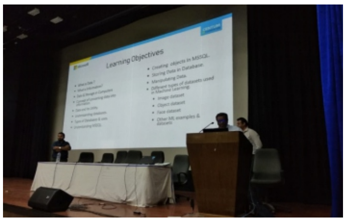

(২) সি.এস.এস.ভি.এস.ই.-এর অন্তর্গত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য কারিগরী ভবনের উদ্যোগে রাজ্যের সমস্ত জেলাস্তরে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৩) ০৯.১২.২০১৯ তারিখ থেকে ১৩.১২.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত পি.এস.এস. সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ্ ভোকেশনাল এডুকেশন, ভূপাল এবং কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর-এর যৌথ উদ্যোগে হেলথ্ কেয়ার সেক্টরে শিক্ষাপ্রদানের দক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষকবৃন্দকে নিয়ে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৪) বর্তমানে এম.ই.পি.এস.সি. ও কারিগরী ভবনের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষক মহাশয় শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতির আধুনিকীকরণ, স্বনির্ভরযুক্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উপর যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

(৫) ২৮.১১.২০১৯ তারিখ থেকে ২৯.১১.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত হেলথ্ কেয়ার সেক্টর স্কিল কাউন্সিল ও কারিগরী ভবন-এর যৌথ উদ্যোগে কারিগরী ভবনের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত একটি ইনডাকশন প্রোগ্রামে ১০০ জন বৃত্তিমূলক শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ১০ জন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।

(৬) ১১.১২.২০১৯ তারিখ থেকে ১২.১২.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মহিলা আই.টি.আই., গড়িয়াহাট এবং কারিগরী ভবন-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ইনডাকশন ট্রেনিং প্রোগ্রামে ‘বিউটি ও ওয়েলনেস’ সেক্টরের ২৫ জন বৃত্তিমূলক শিক্ষক/শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষকবৃন্দ প্রজেক্টের ভূমিকা, সম্প্রসারণ, উপস্থাপনা, ধারণক্ষমতাবৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করেছেন।

## একনজরে পশ্চিমবঙ্গে এন.এস.কিউ.এফ.-এর অধীন বৃত্তিমূলক শিক্ষার বর্তমান চিত্র

| সেক্টর | স্কুলের সংখ্যা | মাধ্যমিক | উচ্চমাধ্যমিক |
|---|---|---|---|
| অটোমোবাইল | ৬৪ | ১৪৭৫ | ৭৫৭ |
| কনস্ট্রাক্‌শন | ৬৫ | ১৫৯২ | ০ |
| ইলেক্ট্রনিক্স | ৯৪ | ২৬৪৯ | ০ |
| হেলথ্ কেয়ার | ১১৩ | ২১৩৭ | ৮০০ |
| আয়রণ এবং স্টিল | ৩৪ | ৮৪৬ | ০ |
| আই.টি. এবং আহ.টি.ই.এস. | ২৫৪ | ৬২১৪ | ১৬০১ |
| প্লাম্বিং | ৩৯ | ৯৪৭ | ০ |
| রিটেল | ১৮৮ | ৪০৪৭ | ১৪৮৭ |
| সিকিউরিটি | ৩৮ | ৯৩২ | ৫৩১ |
| ট্যুরিজম এবং হসপিটালিটি | ৪৯ | ১১৩০ | ০ |
| **মোট** | **৯৩৮** | **২১৯৬৯** | **৫১৭৬** |

**কারিগরী শিক্ষায় জেক্সপো এবং ভোকলেট পরীক্ষার জন্য অফলাইন ও অনলাইন আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে ২রা জানুয়ারি, ২০২০ থেকে**

## সৌর শক্তি বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়দের প্রশিক্ষণ কর্মসুচী

গত ১৮ই নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ থেকে ২২শে নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ''এন. বি. ইনস্টিটিউড অফ্ রুরাল টেকনোলজি'', মাদুরদহ-তে পঃ বঃ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসুচীতে রাজ্যের সরকারি পলিটেকনিকের এগারো জন অধ্যাপক অংশ নিয়েছিলেন। অধ্যাপক (ডঃ) এস. পি. গণচৌধুরী ও তাঁর দলের নেতৃত্বে এই প্রশিক্ষণ কর্মসুচী আয়োজিত হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে পঃ বঃ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদের চেয়ারপার্সন মহাশয় ও মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক মহাশয়া অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকদের শংসাপত্র প্রদান করেন। সৌর ফোটোভোল্টাইক প্রযুক্তি, সৌর তাপীয় উৎপাদন, ফোটোভোল্টাইক সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণের মত বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান অঙ্গ হিসেবে উঠে আসে। সৌর ব্যাটারী তৈরীর কারখানায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সৌরশক্তি তৈরীর স্থল পরিদর্শণের মাধ্যমে এই কর্মসূচী মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

## বৃত্তিমূলক শিক্ষার কর্মশালা

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে সারাদিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অধিকারের জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়। গত ২৪শে জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে এই কর্মশালা আয়োজিত হল জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে। আহ্বায়ক ছিলেন জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ডঃ পূজন সরকার। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলা থেকে পঁচাত্তরটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা/প্রশিক্ষকবৃন্দ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন খাতে দেওয়া অনুদানের যথার্থ ব্যবহার এবং অনুদান ব্যবহারের পর শংসাপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে সচেতনতার বিকাশ ছিল এই কর্মশালার উদ্দেশ্য। এছাড়া নতুনভাবে তৈরী করা রেকারিং এক্সপেন্ডিচার সংক্রান্ত সফট্‌ওয়্যার মডিউলের আই.ও.এস.এম.এস.-এর সঙ্গে সংযুক্তি এবং বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব করতে হবে সেই ব্যাপারেও বিশেষজ্ঞবৃন্দ আলোকপাত করেন। এই কর্মশালায় ঐ পাঁচটি জেলার বৃত্তিমূলক শিক্ষার নোডাল আধিকারিকবৃন্দ, জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মীবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কলকাতা প্রধান কার্যালয় থেকে আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞ কর্মিবৃন্দও এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরের দিন ২৫শে জানুয়ারী ঐ একই স্থানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত উচ্চবিদ্যালয় কম্পিউটার কেনার জন্য পঃ বঃ সরকার থেকে অনুদান পেয়েছে সেই উচ্চবিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটার শিক্ষক মহাশয়দের নিয়ে আরেকটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। সরকারি পদ্ধতি মেনে এই সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলি কিভাবে কম্পিউটার কিনবে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ছিল দ্বিতীয় কর্মশালার উদ্দেশ্য।

**কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর,**
প.ব. সরকার, কারিগরী ভবন, বি/সেভেন, অ্যাকশন এরিয়া-তিন, রাজারহাট-নিউটাউন, কলকাতা-৭০০ ১৬০ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।